গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.coop.gov.bd

স্মারক নং- ক্রে: ৪৭.৬১.০০০০.০২৫.২৯.০০৩.১৯- ২৬৩ (৮) তারিখঃ- ১৩/৬/২০১৯ খ্রি:

বিষয়ঃ আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ডের Hardcopy এসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল। উক্ত Hardcopy তাঁর অধিনস্থ সকল কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, মানদন্ডের Softcopy সংশ্লিষ্ট সকলের ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে .... পাতা।

১৩/৬/১৯
(রাশিদা মুসতারীন)
উপ নিবন্ধক (ক্রেডিট)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

যুগ্ম নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় দপ্তর
ঢাকা/বরিশাল/চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/রংপুর/রাজশাহী/ময়মনসিংহ।

স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.২০১.৩৩.০৫৩.১৯- ১৮৮৩ (১৩) তারিখ০৮/০৭/২০১৯খ্রিঃ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণঃ

১। জেলা সমবায় অফিসার ---নরসিংদী---(সকল)। তাঁকে পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১০ (দশ) পাতা।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
যুগ্ম-নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
ফোন নং-০২-৯১৪৪৫৪০
jr_dhaka@yahoo.com

“আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড”

১. ভূমিকা

১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। শতবর্ষের পথ পরিক্রমায় সমবায় বাংলাদেশের সকল পেশার জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের সম্মিলিত উদ্যোগ হিসেবে শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করেছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেকারত্ব নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, নিরক্ষতা দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়নে সমবায়ের আবশ্যকতা অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সনের সংবিধানে ১৩(২) নং অনুচ্ছেদে সমবায় ভিত্তিক মালিকানা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নত/স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনাময় অন্যতম মাধ্যম সমবায়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনেও সমবায় একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৭৪৬০৪ টি। নিবন্ধিত বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থাকলেও বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা তেমন শক্তিশালী নয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাত অত্যন্ত কাযকর ও শক্তিশালী মাধ্যম হলেও বিভিন্ন কারণে যথার্থ ও ফলপ্রসূভাবে সমবায়কে কাজে লাগিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ হল মোট সমিতির সংখ্যার তুলনায় সফল সমিতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার সমবায়। মানব সমাজ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ই সবচেয়ে কাযকর ভূমিকা পালন করেছে। তবে কালের পরিক্রমায় ৯০ এর দশকে সমাজতন্ত্রের পতন ও পুঁজিবাদের বিকাশে সমবায় আন্দোলনে স্থবিরতা আসলেও সময়ের চাহিদায় তা আবার উজ্জীবিত হয়েছে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত: টেকসই উন্নয়নে বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোকে আদর্শ সমিতি হিসাবে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। তাই সমবায়ের সফলতা কী, এর নিয়ামকই বা কী, কিভাবে তা অর্জন করা যায়- সে সম্পর্কে সকল সমবায় সমিতির সদস্য বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অবগত থাকা একান্তভাবে জরুরি। পাশাপাশি সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সমবায় বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আদর্শ সমবায় সমিতি সম্পর্কে সচেতন ও অবগত থাকা একান্ত আবশ্যক। কাজেই সফল সমবায় সমিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আদর্শ সমবায় সমিতির জন্য মানদন্ড স্থির করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্যে আলোচনা ও প্রায়োগিকভাবে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কর্মশালার মাধ্যমে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমবায়

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বিশ্বের ৩০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থার হিসাব অনুসারে কানাডা, নরওয়ে ও জাপানে প্রতি ৩ জনের ১ জন সমবায়ী। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতে প্রতি ৪ জনের ১ জন সরাসরি

সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত। গণচীনে ১৮০ মিলিয়ন, ভারতে ২৩৬ মিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ৫.৪ মিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯.৮ মিলিয়ন জনগণ সমবায়ের সদস্য। জাপানে কৃষি কাজে নিয়োজিতদের ৯০% সমবায়ী। বেলজিয়ামে সমবায়ের মালিকানায় পরিচালিত ঔষধ শিল্পবাজারের ১৯.৫% শেয়ার অধিকার করে আছে। ব্রাজিলে সমবায় সমিতিসমূহ কৃষিতে ৪০% এবং কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীতে ৬% অবদান রাখছে। কানাডার সমবায় সমিতিসমূহ বিশ্বের ৩৫% ম্যাপেল সুগার উৎপাদন করে। কেনিয়ার ৪৫% দেশজ উৎপাদন এবং ৩১% জাতীয় সঞ্চয় সমবায় সমিতিসমূহ থেকে আসে। তেমনিভাবে কোরিয়ার প্রায় ৯০% খামার চাষী কৃষি সমবায়ের সদস্য এবং ৭১% মাছের বাজার মৎস্য খাতে সমবায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে। ডেনমার্ক ও নরওয়ের ৯৫% দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করে সমবায়ীরা।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

২০১৭-২০১৮ বছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৮৬টি ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৭৩,৩৯৬টি যার মোট সংখ্যা ১,৭৪,৬০৪টি। এই সমিতিগুলোর সাথে ৮৪,০১,৪০৯ জন পুরুষ ও ২৪,৩৩,৩৪১ জন নারী সদস্য জড়িত আছেন। যাদের মোট সংখ্যা ১,০৮,৩৪,৭৫০ জন। এই সমিতিগুলোর অধীনে ভৌত সম্পদের পরিমাণ ৩,২৬,৪২৭.৯৪ লক্ষ টাকা, বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ- ১,৯৪,৫০৭.৮১ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংক এ গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ১,০৪,৬০০.২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সমিতিগুলোর অধীনে মোট টাকার পরিমাণ ৬,২৬,৫৩৫.৬৬ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলো কর্মসংস্থান তৈরীতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত ৮০,৪৭১ জন। সমিতির প্রকল্পে কর্মরত আছে ৩০,১০০ জন। সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত ১,০৪,৪১৭ জন। সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৭,০৬,৮৫৮ জন। অর্থাৎ মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৯,২১,৮৪৬ জন।

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান দেখে বাংলাদেশে সমবায়ের চিত্র আপাত দৃষ্টিতে আশাব্যঞ্জক মনে হলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশে সমবায়ের চিত্র খুবই নাজুক। ডিসেম্বর/২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী দেশে অকার্যকর সমিতির সংখ্যা ৪৭,২৩৬টি। এই সংখ্যা মোট সমবায় সমিতির ২৭.২৪%। আর যে সকল সমবায় সমিতি আছে তাদের মামলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ করার মত খুব কম সংখ্যক সমিতি আছে যাদেরকে আদর্শ বলা যেতে পারে। কাজেই সমবায় খাতে সংশ্লিষ্ট জনবল-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও সমবায় সদস্যগণ, এ খাতটিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড অনুসরন করে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। একটি সময়োপযোগী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ সমবায় খাতের জন্য সময়ের দাবী।

৩. আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য বিষয়

একটি সমবায় সমিতি সফল হওয়ার জন্য এর যেমন অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হওয়া দরকার তেমনি এর সাংগঠনিক ভিত্তিও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। সমবায় সংগঠন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কাজেই এর সকল কর্মকান্ড পরিচালনায় সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য সমবায় আইন ও বিধিসহ দেশের প্রচলিত আইন কানুন মেনে চলাও আদর্শ সমবায় সমিতির জন্য অপরিহার্য। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আদর্শ সমিতির মানদন্ড নির্ধারণে ০৭টি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত ০৭টি বিষয়ের অধীনে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট মানদন্ড ও নিয়ামক নির্বাচন করা হয়েছে:

ক. সাংগঠনিক অবস্থা

১. সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি যাত্রা শুরু করে। সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমিতিটি নিবন্ধন পূর্ব কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তদনুযায়ী জেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধন লাভের মধ্য দিয়ে সমবায় সমিতি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। অতপর নিবন্ধনের প্রথম ২ বছর নিয়োগকৃত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের দ্বারা ৩ বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, সততা নিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের মূল নিয়ামক। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কার্যক্রম আরম্ভ করার সময় তাদের প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ও ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা এবং ব্যাংক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন করতে হবে। প্রতি বছর উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভাটি অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয়ভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার বিষয়। সমিতির সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারলে সমিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে বলে বিবেচিত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বাৎসরিক কাযক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বার্ষিক সাধারণ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা:

সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি 'গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ' নিশ্চিতকরণে প্রতি ৩ বছর অন্তর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনটি প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা যোগ্য। সমবায় সমিতির এ নির্বাচন নের্তৃত্বের বিকাশ ও পরিবর্তনে কতখানি ভূমিকা পালন করছে তা বিবেচনাযোগ্য।

৩. নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন:

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সমবায় সমিতিতে সার্বিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহায। আর তাই প্রতি বছর সঠিক ও সময়মত নিরীক্ষা সম্পাদন হওয়া জরুরী। একইসাথে সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়মিতভাবে সভা আহবান ও কাযবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

৪. কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য :

আদর্শ সমবায় সমিতি প্রতি অর্থ বছরে তাদের কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন করবে এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তদারকি অব্যাহত রাখবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবায় সমিতি কর্তৃক একটি তদারকি উপ কমিটি গঠন করতে হবে। আদর্শ সমবায় সমিতি কোন না কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়। এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অবশ্যই

উক্ত সমিতির নিজস্ব স্লোগান, মিশন ও ভিশন থাকতে হবে। সমিতি উক্ত মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা

সমবায় সমিতি মূলত একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমিতিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাযক্রম পরিচালনা করতে হয়। প্রতিটি অর্থনৈতিক কাযক্রম কতটুকু স্বচ্ছ, আইন ও বিধি মোতাবেক করা হচ্ছে তা একটি আদর্শ সমিতির অন্যতম মানদন্ড।

১. মুলধন গঠন

অর্থনৈতিক কাযক্রম পরিচালনা করার প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মুলধন গঠন করা। শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আমানত গ্রহণ, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহণ এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি তার মূলধন গঠন করতে পারে।

২. বিনিয়োগ

সমবায় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করা অন্যতম কার্যক্রম। সমিতির সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। আইন ও বিধি সাপেক্ষে বিনিয়োগ করতে হবে। কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা যায় সেটিও বিবেচনা করতে হবে।

৩. ঋণ কার্যক্রম

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় সকল সমবায় সমিতির প্রধান কাজ। এ কার্যক্রম সঠিক ও নিয়মমাফিক পরিচালনার উপর সমতির অর্থনৈতিক স্বার্থ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো- কোন সদস্যের শেয়ার মূলধনের ৪০ গুণের বেশি ঋণ না দেয়া, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস করা। এ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ২৬ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ৭০-৭৫ বিধি ১০০% মেনে চলা ইত্যাদি।

৪. অন্যান্য

মুনাফা অর্জন, লভ্যাংশ বিতরণ, তারল্য বজায় রাখা, হাতে নগদের পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা একটি আদর্শ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

গ. আইন ও বিধির প্রতিপালন

বাংলাদেশে সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ বিদ্যমান রয়েছে। এ আইনের অনুশাসন মেনে পরিচালিত হলে সমবায় সমিতিগুলোর জন্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত সমবায় আইন ও বিধি এবং নীতিমালার অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য যে সকল ধারা বা বিধি বা নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে সেগুলো অনুসরণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। কোন সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমিতি হতে হলে অবশ্যই আইন ও বিধির সকল ধারা/বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমিতির উপ আইনে বর্ণিত নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

ঘ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সমবায় সমিতির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোন সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমিতি হতে হলে এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সমিতি ব্যবস্থাপনায় ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ হতে হবে। কাজেই সমবায় দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ তাদের এ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি অন্যান্য সমবায়ী সদস্যগণ বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারে। যা সমবায় সমিতির সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে।

ঙ. উন্নয়ন /সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

সমবায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। একটি সমবায় সমিতিকে আদর্শ সমবায় সমিতি হতে হলে অবশ্যই চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি থাকতে হবে। চলমান উন্নয়ন কর্মসূচির সংখ্যা, ধরণ, অগ্রগতি, উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন আদর্শ সমবায় গঠনের নিয়ামক। সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরী নিয়মিত উদ্যোগ/কর্মকান্ড চলমান থাকা আদর্শ সমবায় সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চ. সামাজিক কার্যক্রম ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সমবায় আদর্শের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হলো এটি একটি টেকসই ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার বাস্তবিক পদ্ধতি। উন্নত সমাজ ও জীবসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান নিয়ামক পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এই নিয়ামকগুলোর নিরাপত্তা বিধান মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সমবায়ী হিসাবে সমবায় সমিতি এ ক্ষেত্রে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছে তা আদর্শ সমবায় সমিতি নির্ধারনে বিবেচ্য বিষয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণে একটি আদর্শ সমবায় সমিতিকে অবশ্যই কিছু অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই। তাই প্রতিটি সমিতিকে যত শীঘ্র সম্ভব সমিতির প্রতিটি কাজে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট হতে হবে। আদর্শ সমবায় সমিতি হিসেবে বিবেচনার জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদানে সমিতির অবদান বিবেচ্য।

ছ. সমবায় অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরি

প্রাথমিক সমবায় সমিতির রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ হলো জেলা সমবায় অফিসার। আর উপজেলা সমবায় অফিসার এ ক্ষেত্রে ছায়াসঙ্গীর মত কাজ করে। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সমিতির ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হলে এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন সরকারী বা স্থানীয় পর্যায়ের সুযোগ ফলপ্রসুভাবে কাজে লাগাতে হলে উপজেলা প্রশাসন সহ অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসনের কার্যালয়গুলোর সাথে কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও সমবায় সমিতিগুলোর যথাযথ ও কার্যকর সম্পর্ক/সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ডসমূহকে ম্যাট্রিক্স আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ডসমূহ

বিবেচ্য বিষয়	মানদন্ড/সূচক	নিয়ামক	পরিমাণ
সাংগঠনিক ভিত্তি	১. সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	১. নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান	প্রতি বছরে ১ টি
		২.অংশগ্রহণমূলক বার্ষিক সাধারণ সভা	সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০ বা তার নিচে হলে $\frac{১}{৩}$ অংশ , ১০০ এর বেশি কিন্তু ১০০০ এর কম হলে $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং ১০০০ এর বেশি হলে $\frac{১}{৫}$ অংশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
		৩. ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান	প্রতি মাসে ১ টি
		৪. সভার কাযবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ	প্রতি সভা
		৫. সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	কমপক্ষে ৮০% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত
		৬. নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ	ব্যবস্থাপনা কমিটির $\frac{১}{৩}$ অংশ নারী সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
		৭. সম্পদের ঘোষণা	ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পুর্নাঙ্গ বিবরণ সমিতির অফিসে সংরক্ষিত থাকবে
	২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা	১. নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	ধারাবাহিকভাবে বিগত ৫ বছর যাবত নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান
	৩. নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন	১. বার্ষিক নিরীক্ষাঃ প্রতি বছর নিয়মিত ও যথাযথ নিরীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতার ব্যবস্থাকরণ।	প্রতি বছরে ১ টি পুর্ণাঙ্গ অডিট হতে হবে
	৪. কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য	১. সমিতির নিজস্ব ভিশন ও মিশন বিদ্যমান	যথার্থ ভিশন ও মিশন থাকতে হবে
		২. বাজেট প্রণয়ন ও তদারকি অবস্থা	সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা থাকতে হবে। তদারকির জন্য উপ কমিটি গঠন করে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
		৩. সমিতির কার্যালয় বিদ্যমান	নিবন্ধিত ঠিকানায় সমিতির কার্যালয় থাকতে হবে।

বিবেচ্য বিষয়	মানদন্ড/সূচক	নিয়ামক	পরিমাণ
		৪. ব্যাংক হিসাব বিদ্যমান	অন্তত: একটি চালু ব্যাংক হিসাব থাকবে
		৫.হিসাব বিবরণী হালনাগাদকরণ	হালনাগাদ হিসাব বহি থাকতে হবে।
		৬. অফিস ব্যবস্থাপক বিদ্যমান	অন্তত একজন অফিস ব্যবস্থাপক থাকবে।
		৭. সমিতির সাইনবোর্ড বিদ্যমান	নিবন্ধিত ঠিকানায় সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সমিতির কার্যালয়ের সাইনবোর্ড থাকবে।
		৮. নারী সদস্যভুক্তি	সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মোট সদস্যদের অন্তত: ১০% নারী সদস্য থাকতে হবে।
		৯. চাকুরী বিধি	চাকুরী বিধি বিদ্যমান ও অনুসরন করা হয়।
		১০. সমিতির সীলমোহর	অফিসে সংরক্ষিত থাকবে
আর্থিক ভিত্তি	১. মূলধন গঠন	১. শেয়ার মূলধন আদায়	অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের ৩০% পরিশোধিত।
		২. সঞ্চয় আমানত আদায়	বিগত ৫ বছর যাবৎ সমিতির অন্তত ৭৫% সদস্য কর্তৃক উপ আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা করতে হবে।
		৩. সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল গঠন	সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল থাকতে হবে।
	২. বিনিয়োগ	১. লাভজনক খাতে বিনিয়োগ	নিজস্ব মুলধনের অন্তত ৫০% (অনধিক ৭৭%) লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
	৩. ঋণ কার্যক্রম	১. ঋণ কার্যক্রম পরিস্থিতি	সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সমবায় সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
		২. ঋণ আদায় পরিস্থিতি	আদায়যোগ্য ঋণের অন্তত: ৯০% আদায় হতে হবে।
		৩. গৃহিত ঋনের অবস্থা	সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহিত ঋণের পরিশোধযোগ্য সকল কিস্তি পরিশোধ করা থাকতে হবে।
	৪. নীট লাভ ও অন্যান্য	১. হাতে নগদ স্থিতি	হাতে নগদ হিসেবে ৫ (পাঁচ) দিনের প্রাত্যহিক কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় অর্থের বেশী রাখা যাবেনা।
		২. নীট লাভ	ধারাবাহিকভাবে বিগত ৫ বছরে নীট লাভ অর্জন করতে হবে।

বিবেচ্য বিষয়	মানদন্ড/সূচক	নিয়ামক	পরিমাণ
		৩. তারল্য সংরক্ষণ	আইন ও বিধি মোতাবেক তারল্য বজায় রাখতে হবে।
		৪. লভ্যাংশ বিতরণ	ঘোষিত লভ্যাংশের অন্তত: ৯৫% বিতরণ করতে হবে।
		৫. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	বছরে অন্তত: একবার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদিত হতে হবে
আইন ও বিধির প্রতিপালন	১. সমিতির কার্যক্রম আইনানুগভাবে পরিচালনা করা	১. সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরণ	বিগত ৫ বছরের নীরিক্ষা প্রতিবেদনে সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরন বিষয়ে কোন নেতিবাচক মন্তব্য থাকতে পারবেনা।
		২. নিরীক্ষা সম্পাদন	বিগত ৫ বছর নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা সম্পাদিত হবে।
		৩. নির্বাচন অনুষ্ঠান	বিগত ২ মেয়াদে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।
		৪. ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা	সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
		৫. অডিট সেস পরিশোধ	ধাযকৃত অডিট সেস পরিশোধের হার ১০০% হতে হবে।
		৬. সিডিএফ পরিশোধ	ধাযকৃত সিডিএফ পরিশোধের হার ১০০% হতে হবে।
		৭. নীরিক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্য প্রতিপালন	নীরিক্ষা প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ১০০% প্রতিপালন করতে হবে।
প্রশিক্ষণ	১. প্রশিক্ষিত সদস্য	১. প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনা কমিটি	ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্তত ১০০% সদস্য প্রশিক্ষিত হতে হবে।
		২. সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	সমিতির অন্তত ১০% সদস্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হতে হবে।
	২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ	১. সদস্যদের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান	সমিতির সাধারণ সদস্যদের জন্য বছরে অন্তত: ২ টি সমবায় ব্যবস্থাপনা বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

বিবেচ্য বিষয়	মানদন্ড/সূচক	নিয়ামক	পরিমাণ
উন্নয়ন /সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ	১. উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ	১. সমিতির উন্নয়ন কর্মসূচী	সমিতির স্থায়ী উন্নয়নের কর্মসূচী থাকতে হবে
		২. সাধারণ সদস্যদের উন্নয়ন কর্মসূচী	সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে লাগসই কর্মসূচী থাকতে হবে।
	২.আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	১. সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমিতির মোট সদস্যদের অন্তত: ২০% সদস্যের আত্ম কর্মসংস্থানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতে হবে।
	৩. প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১. প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমিতিতে কর্মসংস্থানের নজির থাকতে হবে।
সামাজিক কার্যক্রম ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১. সামাজিক অঙ্গিকার প্রতিপালন	১. সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা	পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন/ নারীর ক্ষমতায়ন/ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।
		২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহ	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের নজির থাকতে হবে।
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরি	১. সংশ্লিষ্ট সমবায় অফিসের সাথে সংযোগ তৈরী	১. জেলা/উপজেলা সমবায় অফিসের সাথে যোগাযোগ	বছরে অন্তত: ২ বার জেলা/উপজেলা সমবায় অফিসের সাথে সভার নজির থাকতে হবে।
	২. স্থানীয় প্রশাসন এর সাথে সংযোগ তৈরী	১. উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ	উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের দপ্তরগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার অথবা স্থানীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
	৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরী	১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ	স্থানীয় ব্যাংক বা অর্থ সরবারাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। পারস্পরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সম্পর্ক তৈরী করা যায়।

উপসংহারঃ- উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমবায়ের মূল চেতনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আদর্শ সমবায় সমিতি গঠন করা। কেননা হতদরিদ্র থেকে শুরু করে যে কোন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় শুধু কাযকর মাধ্যমই নয় বরং উপযুক্ত হাতিয়ার। নানা সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আমাদের উচিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা। সমবায়ই পারে সকলকে নিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। সামগ্রিক উন্নয়নই হল সমাজের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন। দক্ষিণ কোরিয়া যেখানে উন্নয়নের চরম শিখরে পৌছাতে সমবায় কে ব্যবহার করেছে সেখানে আমরা কেন বিপুল সংখ্যক সমিতি থাকার পরও পিছিয়ে থাকবো। সমবায় আদর্শকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে আদর্শ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আমরা শুধু দারিদ্র দূর করতেই সক্ষম হবোনা একটি উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ী অবস্থান নিতেও সক্ষম হবো।